দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

০৩

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের শিক্ষা

কিছুদিন আগে বর্তমান সরকারের একটি শুভ নির্দেশনামা দেখে আমরা খুব খুশী হয়েছিলাম। সরকারী নির্দেশটি ছিল বাংলা বানান সংক্রান্ত অর্থাৎ শুদ্ধ করে বাংলা লেখার ব্যাপারে। বিশেষ করে প্রদ্ধাঞ্জলি বানানটি যাতে কেউ আর ভুল না করেন সে উদ্দেশ্যে। সরকারের এমনি বাংলা ভাষা প্রীতি দেখে আমরা সেদিন আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানিয়েছিলাম।

কিন্তু সম্প্রতি একটি সরকারী নির্দেশনামায় বানানের যথেচ্ছাচার দেখে দারুণভাবে হতাশ হয়েছি। আসন্ন জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৪ উদযাপন প্রসঙ্গে' বিষয়ে একটি মুদ্রিত নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন। সম্মানিত শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত ১৯/১২/৯৩ তারিখের স্মারক নং-প্রশাঃ/৩০২৪ (৪৬০) শিক্ষা নির্দেশনামাটি কেন যে নির্ভুল না হয়ে ভুল বানানে 'কণ্টকিত' হয়ে উঠলো আমরা বুঝতে পারলাম না। বিদ্যার সাথে আলোর তুলনা আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে; কিন্তু বিদ্যুতের সাথে বিদ্যার কোন সম্পর্ক আছে বলে তো আমরা কখনো শুনিনি। অথচ এই নির্দেশনামার ৪র্থ পৃষ্ঠায় কম করে হলেও তিনবার 'বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তি'র কথা বলা হয়েছে। '৯৪-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের মূলমন্ত্র (Theme) হলো- 'কর্মসূচী শিক্ষা'। মুখ তো সব স্থানে সব কালে মুখই থাকে। এখানে কর্মের সাথে যুক্ত হয়ে 'কর্মমুখী' না হয়ে কেন 'কর্মমুখী' হলো তা কিন্তু আমাদের বোধগম্য হলো না। তেমনি আমাদের বোধে আসছে না, দেশের গান 'দেশাত্মবোধক' না হয়ে 'দেশাত্ববোধক' হলো কেন। সাধারণত প্রতিযোগীরা বিভিন্ন 'প্রতিযোগিতায়' অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এখানে 'প্রতিযোগীতায়' অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার কথা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য নির্দেশনামার বানান অনুসারে, পুরস্কারের দশটিই হচ্ছে 'শ্রেষ্ঠ'। ইংরেজীতে দ্বিত্ব বহু বচনের প্রচলন থাকলেও বাংলা ভাষায় তা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। অথচ এই নির্দেশনামাটিতে 'ব্যক্তিবর্গদিগকে' বহু-বার ব্যবহৃত হয়েছে। বানান সম্পর্কে আমি আর কিছুই বলছি না—নির্দেশ-নামাটি 'অনুসরণ' করে আপনারাই এর বিভিন্ন 'অনুচ্ছেদ' থেকে বানান ভুল 'তালিকাভুক্ত' করতে পারবেন।

আ হ ম ক মিআ।
প্রভাষক
ফিরোজ মিয়া মহাবিদ্যালয়
আশুগঞ্জ।